

# নানা পদের ফিরে দেখা নববর্ষ-পাতে

## সূচক্রা ঘটক

রেস্তোরাঁয় বসে বকফুল ভাজা, শাক-চচ্চড়িতে বৈশাখ-বরণ অবাক কাণ্ড নয়। বরণ এক ধরনের স্টেটমেন্টই বটে। ইলিশ-চিংড়ির বিশেষ পদকে উৎসব-পার্বণেও এখন বলে বলে গোল দিচ্ছে পালং শাক, বড়ির ঝোল। হোটেল-রেস্তোরাঁগুলির নববর্ষের



মেনুকার্ডে অবশ্য দুইয়েরই সহাবস্থান। হারিয়ে যাচ্ছে রোজকার সহজ পদগুলোই। সে দিকে নজর রেখে পোস্তো-ধনে পাতার বড়া, ফুলকপির শিঙাড়াও এখন রেস্তোরাঁর স্টার্টার তালিকায়। হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনালের কলস রেস্তোরাঁয় আবার এ সবে সঙ্গ থাকছে শাক-ভাত, বিউলির ডাল আর আলুপোস্ত।

ঘরোয়া থিম বেছে নিয়েছে মার্কেপোলো রেস্তোরাঁও। সোনা মুগ ডাল, ছানার ডালনা, আলুর দম, মুরগির ঝোল, কাঁচা আমের চাটনির মতো সহজ রান্নাই হচ্ছে বৈশাখ শুরুর দিনে। শেষপাতে দই-মিহিধানার যুগলবন্দি। বৈদিক ভিলেজ-এ ঘরোয়া স্বাদ পেতে চেখে দেখা যায় পটলের দোলমা, বিক্রমপুরের কাঁচকলার দম, ঐচোড়ের ডালনা, দুধ চিংড়ি। পাকা পেয়ারা দইয়ের শরবতে শুরু হওয়া আহার শেষ হতে পারে পাঙ্কয়া আর মিষ্টি দইয়ে। ভুলে যাওয়া কিছু মাছের রেসিপিতে বৈশাখ শুরুর আহার জমতে পারে বালিগঞ্জের ফিশ ফিশ-এ। থাকছে মৌরলা ভাজা, আম কাসুন্দি কই, পুর ভরা ভেটকির ঝালের মতো পদ। সল্টলেকের চার্নক্সে ভোজ হোক নারকেল দিয়ে ছোলার ডাল, ঘি-ভাত, পটল ও বড়ি ভাজাতে।

ঠাকুরবাড়ির সাবেক খাওয়ার খোঁজ মিলবে পার্ক প্লাজার কে নাইনটিন-এ। আছে গন্ধ লেবুর শরবত, মাছের পাটিসাপটা, পেঁয়াজ পোস্তবড়া। পঞ্চব্যঞ্জনের ছবি-সহ, 'মাছ-ভাত অ্যাট ওহ! ক্যালকাটা' স্টেটাস আপডেট এখন 'স্টেটাস সিঙ্ঘল'ও বটে। পয়লা বৈশাখটা ঝালে-ঝালে-ককটেলে না কাটালে বাঙালি হওয়া যায় নাকি! সজনে ফুলের পাতুরি, তিল আমের মুরগি ভাপা, পাবদা সরষে, ধনে রসুনের চিংড়ির মতো ভুলে যাওয়া বা না দেখা বাঙালি পদকে চাখা যায় এই বেলা।

কম চেনা বাঙালি রান্না ৬ বালিগঞ্জ প্লেসে। মৌরলা মাছের পেঁয়াজি, ভেটকি রোল, ভুনা মাংস বা মুর্শিদাবাদী খিলড চিকেনে শুরু হোক বৈশাখ। তাজ হোটলে কোরমা-কালিয়া-বাঙালি বিরিয়ানি মিলিয়ে রাজকীয় আয়োজন। কিঙ্গা দম মিচ কোরমা, মোগলাই পনির চাপ, তন্দুরি লাছেদার পরোটা, মুর্গ দম বিরিয়ানিতে ভোজ। বস্বে ব্রেসারি-তে আবার বৈশাখ-ভোজ জমানো যায় এক্কেবারে অন্য রকম মেজাজে। চেখে দেখা যায় মোগলাই কায়দার রকমারি কবাব, পারসি রসনা সাল্লি চিকেন, অমৃতসরি কুলফা, শাহি টুকরা। নববর্ষে 'ব্রাঞ্চ' সারতে চলে যান হোটেল গেটওয়ে। ঢাকাই স্যালাড, স্টাফড ভেটকি, বৈশাখী শোরবায় হোক অন্য আহার। আলিপুরের কাইজি এন' কড়াই-এ দক্ষিণী প্ল্যাটার থেকে পিৎজা, পঞ্জাবি কবাব। ক্যামাক স্ট্রিটের দ্য ফ্যান্টিরি আউটলেট-এ স্টাফড কাসুন্দি মাশরুম, মাস্টার্ড ভেটকি, টক-ঝাল ডাব মোহিতোয় জমবে বিকেল।

চিনা খাবারে নববর্ষ পালন করা যায় বুদ্ধ বাইটস রেস্তোরাঁয়। বার্বিকিউ পোর্ক সসেজ, ল্যান্স ইন ওরিয়েন্টাল ভেজিস, জাম্বো প্রন ইন বাটার গার্লিক সস, ডাক উইথ চিলি প্লামের সঙ্গে মাতুন আড্ডায়। শেষ পাতে মিষ্টিমুখ। আম-বাঙালির উদ্যাপন জমুক মামা মিয়া-র স্পাইসড ম্যাঙ্গো জেলাতো, ম্যাঙ্গো পাই, ম্যাঙ্গো মুজ কেকে।